রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩৪ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২১, ২০২৫

## সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা নং | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|---|
| ১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৭০৯—৭৪৪ | ৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| | | ৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| ২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১০৬১—১০৯১ | ক্রোড়পত্র—সংখ্যা | নাই |
| | | (১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি। | নাই |
| | | (২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| ৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই | (৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| ৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই | (৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| ৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই | (৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১১১৩—১১২৮ | (৬) ........................... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ**

**প্রবিধি অনুবিভাগ**

**প্রবিধি শাখা-৪**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৮ জুলাই, ২০২৫

**নং ০৭.০০.০০০০.১৭৪.৪৫.০০৪.২৩-৮১**—সরকার জাতীয় বেতনস্কেলের আওতাভুক্ত পুলিশ বিভাগের এসআই/সার্জেন্ট/টিএসআই ও তদ্‌নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের নিম্নোক্তভাবে মাসিক ঝুঁকি ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে:

| ক্রমিক | পদের নাম | মাসিক ঝুঁকি ভাতার পরিমাণ (টাকা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাকরির বয়স ০—৫ বছর | চাকরির বয়স ৫+ হতে ১০ বছর | চাকরির বয়স ১০+ হতে ১৫ বছর | চাকরির বয়স ১৫+ হতে ২০ বছর | চাকরির বয়স ২০+ হতে তদূর্ধ্ব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | কনস্টেবল | ১,৮০০ | ২,১৬০ | ২,৬৪০ | ৩,০০০ | ৩,৬০০ |
| ২ | নায়েক | ২,০৪০ | ২,৪০০ | ২,৮৮০ | ৩,৪৮০ | ৪,০৮০ |

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

| ক্রমিক | পদের নাম | মাসিক ঝুঁকি ভাতার পরিমাণ (টাকা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাকরির বয়স ০—৫ বছর | চাকরির বয়স ৫+ হতে ১০ বছর | চাকরির বয়স ১০+ হতে ১৫ বছর | চাকরির বয়স ১৫+ হতে ২০ বছর | চাকরির বয়স ২০+ হতে তদূর্ধ্ব |
| ৩ | এ এস আই (সশস্ত্র/নিরস্ত্র) গ্রেড-১৪) | ২,১৬০ | ২,৬৪০ | ৩,২৪০ | ৩,৮৪০ | ৪,৫৬০ |
| ৪ | এস আই/সার্জেন্ট/টিএসআই গ্রেড-১০) | ৩,২৪০ | ৩,৮৪০ | ৪,৫৬০ | ৫,৪০০ | ৬,৪৮০ |

**শর্তাবলি:**

(ক) এই আদেশ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ হতে চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ-২৬ সংশোধন সংক্রান্ত এস.আর.ও জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে;

(খ) ১৮-১০-২০১৫ তারিখে জারীকৃত ৮০ নং প্রজ্ঞাপনের (২) নং শর্তানুযায়ী ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে কোন কর্মচারী উল্লিখিত পরিমাণ ঝুঁকি ভাতার চাইতে বেশি পরিমাণ ঝুঁকি ভাতা ইতোমধ্যে আহরণ করিলে তিনি সেই পরিমাণ ভাতাই পাইতে থাকিবেন;

(গ) পরবর্তী জাতীয় বেতন স্কেল (নবম বেতন স্কেল)-এ ঝুঁকি ভাতার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. মোঃ ফেরদৌস আলম**
যুগ্ম সচিব।

---

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়**
**বিপ্র-৭ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ১২ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৭ জুলাই, ২০২৫

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০৪.২৫-১৭৫**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে "প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে" অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি' যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১ অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২ অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৪ জনাব সুরভী ইসলাম, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫ জনাব কাজী মহুয়া মমতাজ, সিনিয়ার সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাবলি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহ্বায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহ্বায়ক/সদস্যবৃন্দ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০৪.২৫-১৭৬**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'এপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটি' যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১ অধ্যাপক ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২ অধ্যাপক ড. এ এফ এম মোস্তাফিজুর রহমান, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ অধ্যাপক ড. মো: আতিকুর রহমান পাটোয়ারী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সদস্য-সচিব

৫ জনাব দেবাশিস কুমার দাস, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাবলি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহ্বায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহ্বায়ক/সদস্যবৃন্দ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০৪.২৫-১৭৭**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'এগ্রিকালচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট কমিটি' যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১ ড. মোঃ হাম্মাদুর রহমান, অধ্যাপক, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ, কৃষি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

সদস্যবৃন্দ

২ অধ্যাপক ড. মোঃ জাহিদুর রহমান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩ সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুল্লাহ-আল-মামুন, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. সাবিনা ইয়াসমিন, ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫ জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাবলি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহ্বায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহ্বায়ক/সদস্যবৃন্দ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০৪.২৫-১৭৮**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা কমিটি' যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেজারার, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

সদস্যবৃন্দ

২ অধ্যাপক ডা: দিলারা আলো, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নিওনেটোলজি বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার মিঞা, সিএসও এবং পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিটিআইআর, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫ ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাবলি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহ্বায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহ্বায়ক/সদস্যবৃন্দ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ নাজমুল ইসলাম**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**জাতীয় রাজস্ব বোর্ড**
**[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ৯৭/২০২৫/কাস্টমস/১৭৭।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা এর আওতাধীন "সোনাকান্দর" মৌজার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে, যথা:

| ক্রঃ নং | মৌজা | জে. এল নং | সি.এস. ও এস.এ | দাগ সংখ্যা | আর. এস. দাগ নম্বর | জমির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সোনাকান্দর | ১৮৫ | ৮৯৫ | ২ | ৭৯০ ও ৭৯১ | ২৪.৫০ শতাংশ |

**চৌহদ্দিঃ**

(ক) পূর্বেঃ ধান ক্ষেত;

(খ) পশ্চিমেঃ ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক;

(গ) উত্তরেঃ খালি জমি;

(ঘ) দক্ষিণেঃ বসত বাড়ি ও দোকান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

**মোঃ আল আমিন**
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

**পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**পরিষদ-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখঃ ৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ২৯.০০.০০০০.০০০.২১৫.৩১.০০০৩.১৫-১৬২**—পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নম্বর আইন) এর ৫৪ ধারা অনুযায়ী চাকমা উপজাতি কোটায় মনোনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর সদস্য জনাব স্নেহকুমার চাকমা, পিতা-মুকুন্দ লাল চাকমা, মাতা-প্রমিলা চাকমা, সাং-রূপকারী, থানা-বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর মৃত্যুজনিত কারণে ১৭-০৪-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদটি শূন্য হয়ে যায়। উক্ত শূন্য পদে জনাব ফদাং তাং রান্দাল, পিতা-জ্যোতিন্দ্র লাল চাকমা, মাতা-সুচিত্রা চাকমা, গ্রাম-দেবাশীষ নগর, ওয়ার্ড নং-৮, ডাকঘর-রাঙামাটি, উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, (জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ৬৮৫৩৬৯৯৪১৮)-কে চাকমা উপজাতি কোটায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঙ্গল চন্দ্র পাল**
উপসচিব।

**খাদ্য মন্ত্রণালয়**

**তদন্ত শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখঃ ০২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৬.২৫/৬.৩৭৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর হিসাবে কর্মকালীন জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর কর্তৃক গত ১১-১১-২০২৩ খ্রি. আকস্মিক ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর পরিদর্শনকালে এলএসডি ক্যাম্পাসে তার বাসভবনে সরকারি সীলকৃত পাটের ৩০ কেজির ৩ বস্তায় ৯০ কেজি, প্লাস্টিকের ৫০ কেজির ১০ বস্তায় ৫০০ কেজি সর্বমোট ১৩ বস্তায় ৫৯০ (পাঁচশত নব্বই) কেজি চাল, সরকারি সীলকৃত প্লাস্টিকের ৫০ কেজির খালিবস্তা ৩০০টি, পাটের ৫০ কেজির খালিবস্তা ৫০টি, পাটের ৩০ কেজির খালিবস্তা ৭৫০টি সর্বেমোট ১,১০০ (এক হাজার একশত) টি খালিবস্তা পাওয়া যায়। রেকর্ড বহির্ভূত ৫৯০ কেজি চাল এবং ১১০০টি খালি বস্তা মজুত পাওয়ায় তা জব্দ করে বাসভবনটি তালা মেরে বন্ধ করে দরজায় নোটিশ টানিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এলএসডি ক্যাম্পাসে তার বাসভবনে সরকারি সীলকৃত ১৩ বস্তায় ৫৯০ কেজি চাল ও ১,১০০ পিছ খালিবস্তা অবৈধভাবে মজুতের সত্যতা পাওয়া যায়। গত ১২-১১-২০২৩ খ্রি. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেদরগঞ্জ কর্তৃক তালাবদ্ধকৃত কক্ষটিতে জব্দকৃত আলামত নষ্ট করার জন্য জানালার গ্রীল কেটে মালামাল সরানো অবস্থায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তার উক্তরূপ কর্মকান্ড অসদাচরণের শামিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১১-০৩-২০২৪ খ্রি. এর ২০১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মামলার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য আসমা উল হোসনা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), গাজীপুরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্তকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদন্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর খাদ্য অধিদপ্তরের ০৬-০৪-২০২৫ খ্রি. এর ৩৯৫ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিভাগীয় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং ২৩-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে তার আপিল শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপিল শুনানীতে জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর এর আত্মপক্ষ সমর্থনে মৌখিক বক্তব্য এবং লিখিত জবাবে জানান যে, তার বিরুদ্ধে আনীত ৫৯০ কেজি চাল ও ১১০০ পিস খালি বস্তা মজুদ সরকারি বহির্ভূত ছিল এবং খাদ্য গুদামের রেকর্ডে কোনো গরমিল ছিল না। এসব বস্তা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য এবং পুরাতন/ছেঁড়া। শ্রমিকগণ বিভিন্ন ডিও হোল্ডারের নিকট থেকে টি আর, কাবিখার (বিক্রয়যোগ্য) চাল খাবারের জন্য ক্রয় করে উক্ত বাসভবনে রেখেছিলেন। জানালার গ্রীল কেটে মালামাল সরানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি এটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবি করেছেন এবং এটিকে নিরাপত্তা প্রহরী কর্তৃক তার বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর এর ব্যক্তিগত আপিল শুনানী, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে পর্যালোচনায় তার জবাবে ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাবের পুনরাবৃত্তি রয়েছে বিধায় তার জবাব সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হয়; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ এলএসডি, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর এর আপীল আবেদন না মঞ্জুর করে প্রদত্ত দন্ড বহাল রাখা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

**মোঃ মাসুদুল হাসান**
সচিব।

---

**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়**
**সিএ-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখঃ ১৬ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ৩০.০০.০০০০.০০০.০১৩.৯৯.০০২০.২০.১৮৬**—বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর ১৭ ধারা মোতাবেক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন হ্যাংগার, হ্যাংগার সংলগ্ন অফিস ভবনের এয়ারলাইন্স/প্রতিষ্ঠানের জন্য ইজারামূল্য আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলোঃ

ইজারার হারঃ টাকা

| অর্থ বছর ভিত্তিক ইজারা মূল্যের নির্ধারিত হার (প্রতি বর্গফুট/মাসিক) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ | ১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৬ | ১ জুলাই ২০২৬ হতে ৩০ জুন ২০২৭ | ১ জুলাই ২০২৭ হতে ৩০ জুন ২০২৮ | ১ জুলাই ২০২৮ হতে ৩০ জুন ২০২৯ |
| ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ৬৫ | ৭০ |

২। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৬-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.০০০.১৪৩.৯৯.০০০২.২১.৩৪ নং পত্রের নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন গত ১ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে;

৩। ০৫ (পাঁচ) বছর সমাপ্ত হওয়ার ০৬ মাস পূর্বে পুনরায় ভাড়া/ইজারামূল্য পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪। আদায়কৃত ভাড়া সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত "কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) বা এনটিআর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) বা নন-এনবিআর কর রাজস্ব সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা-২০২৪" অনুসরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোছাঃ শাকিলা পারভীন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**জননিরাপত্তা বিভাগ**
**শৃঙ্খলা-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১২ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৭ জুলাই, ২০২৫

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৭.২৫-২০৭**—যেহেতু, জনাব সুদীপ্ত রায় (বিপি-৮৩১০১২৬৭৯৫), পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জকিগঞ্জ সার্কেল, সিলেট হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তার সার্কেলের নিয়ন্ত্রণাধীন বিয়ানীবাজার থানায় গত ২৯-০৭-২০২০ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(ক) ধারায় মামলা নং-২৭ রুজু হয়। সিলেট জেলার মাদক বিরোধী সেলের এসআই (নিরস্ত্র) সোহেল মাহমুদ তদন্ত করে গত ০৫-১০-২০২০ তারিখ উল্লিখিত ধারায় অভিযোগপত্র নং-১৬৩ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। কিন্তু উক্ত মামলার তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রথম সিডি হতে শেষ সিডি (চার্জশিট দাখিল) পর্যন্ত আসামীর জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রকৃত নাম মোঃ আবু হানিফা লেখা থাকলেও মোট ৩০ বার আসামীর নাম লিখেন আবু তাহের। উক্ত অভিযোগপত্রে প্রকৃত নাম না লিখে কিংবা এজাহারের ত্রুটি সংশোধন না করে পুলিশ রিপোর্ট/অভিযোগপত্র দাখিল করেন। জকিগঞ্জ সার্কেলের সকল মামলার তদন্ত তদারকি করতঃ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত নিশ্চিত করার নিমিত্তে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তিনি উক্ত মামলার দাখিলকৃত সিডির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান বা তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এবং কোনো তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনও দাখিল করেননি। তিনি যথাযথভাবে মামলাটির তদন্ত তদারকি না করার কারণে বা কর্তব্য-কর্মে তার উদাসীনতার কারণে এসআই (নিরস্ত্র) সোহেল মাহমুদ ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেছেন। এছাড়া উক্ত সার্কেলে তিনি তার কর্মকালে গত ১৪-০৫-২০২০ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(ক) ধারায় রুজুকৃত বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-১৮, গত ০৪-১১-২০২০ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(ক) ধারায় রুজুকৃত বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-২ এবং গত ১৮-১২-২০২০ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ২৪(খ) ধারায় রুজুকৃত বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-১২ এর তদন্তকারী অফিসারকে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করলেও কোনো তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন দাখিল করেননি। তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি মতে "অসদাচরণ" এর শামিল। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

০৩। সেহেতু, জনাব সুদীপ্ত রায় (বিপি-৮৩১০১২৬৭৯৫), পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জকিগঞ্জ সার্কেল, সিলেট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিচার বিশ্লেষণ করে সার্বিক বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাসিমুল গনি**
সিনিয়র সচিব।

---

**শৃঙ্খলা-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ৬ শ্রাবণ, ১৪৩২/২১ জুলাই, ২০২৫

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৯.২৪-৪৬২**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফরহাদ কবির (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৪৮), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ইতোপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০০৮.০০৭.২০-৫৩৫, তারিখ ০৪-০৭-২০২১ মূলে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ইন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) কোর্সে অধ্যয়নের জন্য গত ০২-০৮-২০২১ হতে ২৯-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। তিনি গত ১৯-০৭-২০২১ তারিখ অপরাহ্নে উক্ত এমবিএ কোর্সে যোগদানের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। প্রেষণের মেয়াদ

২৯-০৮-২০২৩ তারিখ শেষ হলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে ৬০(ষাট) দিনের অধিক সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন এবং বিদেশে অবস্থান করেন। তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্যে অবহেলা, অকর্মকর্তাসুলভ, বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী এবং "পলায়ন" এর শামিল, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং গত ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৯.২৪-২৪ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব মো: ফরহাদ কবির (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৪৮), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে উল্লেখ করেন, তার প্রেষণের মেয়াদ ২৯-০৮-২০২৩ তারিখ শেষ হয় এবং তিনি ০৬-১১-২০২৪ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তরে যোগদান করেন; এবং

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তিনি অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ইন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে গমনের পর ২৯-০৮-২০২৩ তারিখ তার প্রেষণ শেষে অননুমোদিতভাবে ০৫-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন বিধায় তার বিরুদ্ধে "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে লঘুদন্ড আরোপযোগ্য বলে বিবেচিত হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মো: ফরহাদ কবির (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৪৮), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তার বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাকে "০২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা" নামীয় লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে তিনি উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির মেয়াদ অর্থাৎ ৩০-০৮-২০২৩ হতে ০৫-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাসিমুল গনি**
সিনিয়র সচিব।

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
## মজুরী বোর্ড শাখা

### প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১১ আষাঢ়, ১৪৩২/২২ জুলাই, ২০২৫

**নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১২.১৭-৭৫**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড (বিএটি বাংলাদেশ)" এর সাভার কারখানা-কে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫ এবং ১১৪ (১) বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তে ০১ এপ্রিল, ২০২৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল:

**শর্তাবলি:**

১। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দিগুণ হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

২। কোনো শ্রমিক দ্বারা তার সম্মতি ব্যতিরেকে কাজ করানো যাবে না এবং আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মঘণ্টা অনুসরণ করতে হবে;

৩। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৪। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৫। কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৬। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

৭। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৪ জুলাই, ২০২৫

**নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-৭৮**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "Nestle Bangladesh PLC" শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৩, ১০৫ ১১৪(১) এবং ২৭৭ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ৭ আগস্ট ২০২৫ হতে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে; এবং

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নিলুফার ইয়াসমিন**
উপসচিব।

---

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**সুরক্ষা সেবা বিভাগ**
**শৃঙ্খলা-০১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩২/২৪ জুলাই ২০২৫

**নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৪.২৪-৮৯**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ বাবুল সরকার (পরিচিতি নং-১৩০৭২), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম গত ১৪-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ০১-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জেলা কার্যালয়, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার কর্মকালীন অধিদপ্তরকে অবহিত না করে আপনি স্বপ্রণোদিতভাবে গত ১০-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে মাল্টিফ্যাবস লিঃ নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর নামীয় গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক অননুমোদিতভাবে অবৈধভাবে এসিটোন ব্যবহারের প্রমাণ পেলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী আপনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি; এবং

যেহেতু, আপনি কারখানা কর্তৃপক্ষকে মামলা ও গ্রেফতারের ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎকোচ দাবী করেন। পরবর্তীতে সমঝোতার মাধ্যমে আরো ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। আপনি প্রতিষ্ঠানটিকে প্রিকারসর কেমিক্যাল ব্যবহারের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আরো ১৫/১৬ লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবী করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আপনি গত ২২-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর প্রতিষ্ঠানটির দাখিলকৃত আবেদনপত্র অফিসের বাইরে একটি রেস্টুরেন্টে বসে গ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, আপনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, গাজীপুরে কর্মরত থাকাকালীন গত ২৭-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে করণী নীট কম্পোজিট নামীয় কারখানায় গমন করে কারখানা কর্তৃপক্ষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎকোচ দাবী করেন এবং পরবর্তীতে প্রিকারসের কেমিক্যাল ব্যবহারের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আরো ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। এরপরেও আপনি জনাব জাকির হোসেনকে আরো এক লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে চাপ প্রয়োগ করেন; এবং

যেহেতু, আপনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, গাজীপুরে কর্মরত থাকাকালীন আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক গত ২১-০৩-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৫৮.০২.০০০০.০১৬.২৭.০০৪.১৮-৮১ সংখ্যক স্মারকমূলে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, আপনি বিভিন্ন কর্মস্থলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করে আর্থিক দুর্নীতি ও সহকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার, অসদাচরণসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন, যার দরুন ২০১৭ সালে চাকুরিতে যোগদান করলেও এখন পর্যন্ত আপনার চাকুরি স্থায়ীকরণ হয়নি এবং আপনি ইতোমধ্যে দুইটি বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও আপনার আচরণে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সরকারি বিধি-বিধানকে অনুসরণ না করে আপনি ক্রমাগত অনিয়ম করে চলেছেন, যা কর্তব্যে চরম অবহেলার শামিল। আপনার এহেন কর্মকাণ্ডের কারণে অধিদপ্তরের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে; এবং

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী ( শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' বিধায় বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০২৪ রুজু করা হয় এবং গত ০৪-০৯-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৪.২৪-২৬৪ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৯-১০-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) এর বিধিমতে তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৮-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী ( শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪ (৩)(খ) বিধি অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, গত ২৯-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় গুরুদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭ (১০) বিধি মোতাবেক তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে গত ০৪-০৩-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৪.২৪-৩৬ সংখ্যক স্মারকে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের গত ০৯-০৭-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৮০.০০.০০০০.০০০.১০৬.০৪.০০৭১. ২৫-২৬২ সংখ্যক স্মারকে জনাব মো: বাবুল সরকার কে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' এর বিষয়ে গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (খ) বিধি মোতাবেক জনাব মো: বাবুল সরকার (পরিচিতি নং-১৩০৭২), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম (সাবেক সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, গাজীপুর)- কে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাসিমুল গনি**
সিনিয়র সচিব।

**শৃঙ্খলা-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০১১.২৫.৯৯**—যেহেতু, জনাব রোজী খন্দকার, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২৩-০৭-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্তৃক লিখিত অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব রোজী খন্দকার, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, বরিশাল-কে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২৫ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

**নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৮.২৫.১০০**—যেহেতু, জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২৩-০৭-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্তৃক লিখিত অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা-কে ভবিষ্যতে আরও সতর্কতার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো ও তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২৫ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাসিমুল গনি**
সিনিয়র সচিব।

**জননিরাপত্তা বিভাগ**
**পুলিশ-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ /২৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭২৯**—যেহেতু, জনাব রাজীব দাস, পিপিএম, বিপি-৭৯১০১২৬৭৬৭, সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), সচিবালয় নিরাপত্তা বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ০২-১১-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব রাজীব দাস, পিপিএম- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০২-১১-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭৩০**—যেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার) (বিপি-৭৫০১১১১১৫৫), ডিআইজি, নৌ পুলিশ ও সাবেক ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭৩১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শিবলী কায়সার (বিপি-৮১১০১২৬৮৮৩), পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা ইতঃপূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ১৩-০৩-২০২৫ তারিখ সময় আনুমানিক ১৭.১৫ ঘটিকায় জনৈক লিপি খান ভরসা'র পক্ষে তার ম্যানেজার মোঃ পলাশ হাসান চাঁদা দাবীর বিষয়ে কোতয়ালী থানায় এজাহার দায়ের করতে আসলে উক্ত এজাহারে বর্ণিত কর্মকর্তার নাম উল্লেখ রয়েছে খবর শুনে তিনি দ্রুত থানায় আসেন এবং মোঃ পলাশ হাসান'কে এলোপাথাড়িভাবে মারধর করতে থাকেন। উক্তবস্থায় থানায় কর্তব্যরত প্রহরী নারী কং/১৪৭২ মোছাঃ মৌসুমী আক্তার এর রাইফেল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে থানার অফিসার এবং ফোর্সগণ তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বেসামরিক ব্যক্তির প্রতি তার এমন উগ্র আচরণ ও আক্রোশ থাকায় এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (০৩১/২০২৫) চলমান থাকায় তিনি কর্মরত থাকলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিধায় তাকে দায়িত্ব হতে বিরত রাখা সমীচীন। তার এহেন আচরণ "অসদাচরণ (Misconduct)" এর শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শিবলী কায়সার (বিপি-৮১১০১২৬৮৮৩), পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ২৪-০৭-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাসিমুল গনি**
সিনিয়র সচিব।

---

**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**
**ডি-৬ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২ /২১ জুলাই ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১৪.১৯(অংশ-১).৪৩৩**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেঃ এ টি এম রফিকুল ইসলাম, (ই), বিএন (পি নং ৭৪৩)- কে ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে নৌ অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১৭(১) এবং নৌ প্রবিধান, ১৯৬১ এর অনুচ্ছেদ ০৮০১ (এফ) মোতাবেক প্রশাসনিক আদেশে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**এম. জে. আরিফ বেগ**
উপসচিব।

**অর্থ মন্ত্রণালয়**
**আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**
**পুঁজিবাজার-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ /২৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৪২১.১১.০০০১.১৮.৭৬**—জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন, সিএফএ-কে অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন-এর সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-৫(২) মোতাবেক তাঁর যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ০৪ (চার) বছর মেয়াদে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তাঁর বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ফারজানা জাহান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত সংশোধিত প্রজ্ঞাপন]**
**খাদ্য মন্ত্রণালয়**
**তদন্ত শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৪ জুলাই, ২০২৫

**নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৭.২৫/৭-৩৭৭**—যেহেতু, জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি হিসেবে কর্মকালে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ২৪০০ খানা ৫০ কেজির খালি বস্তা মজুত ঘাটতির তথ্য গোপন করে নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ জব্বার উপ-খাদ্য পরিদর্শক এর নিকট গত ০৯-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখে নলছিটি এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন; এবং

০২। যেহেতু, বর্ণিত অভিযোগে জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১৩-০৯-২০২২ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১০৭.১২.৬৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তার বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ (ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব নকীব সাদ সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশালকে তদন্তকারী কর্মকর্তা, নিয়োগ করা হয়। জনাব নকীব সাদ সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি হিসেবে কর্মকালে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ২৪০০ খানা ৫০ কেজির খালি বস্তা মজুত ঘাটতির তথ্য গোপন করে নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ জব্বার উপ-খাদ্য পরিদর্শক এর নিকট গত ০৯-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখে নলছিটি এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। জনাব মোঃ আঃ জব্বার খালি বস্তার ঘাটতিসহ নলছিটি এলএসডির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রথমে রাজি হননি। এরপর গত ০৯-০৮-২০২০ তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল এর সাথে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), ঝালকাঠি এর আলোচনা মোতাবেক ৩০-০৯-২০২০ তারিখের মধ্যে ঘাটতিকৃত ২৪০০ খানা ব্যবহারযোগ্য ৫০ কেজির খালি বস্তা বুঝিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একখানা মুচলেকা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নলছিটি এর উপস্থিতিতে অভিযুক্তের নিকট থেকে প্রাপ্তির পর নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ জব্বার তার নিকট হতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ জব্বার পাক্ষিক প্রতিবেদনে কোনো বস্তার ঘাটতি প্রদর্শন করেননি। রিপোর্ট রির্টানে বস্তা ঘাটতি প্রদর্শিত হচ্ছে না, এটি নিশ্চিত হয়ে অভিযুক্ত জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি মুচলেকায় প্রতিশ্রুত ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে ঘাটতিকৃত বস্তা ফেরত দেননি। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে ঘাটতিকৃত বস্তা ফেরত না দিয়ে চূড়ান্তভাবে আত্মসাতের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হয়; এবং

০৫। যেহেতু, ২১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে মোঃ বেল্লাল হোসেন নামীয় একজন গুদাম শ্রমিকের মাধ্যমে নলছিটি এলএসডিতে ঘাটতিকৃত ২৪০০ খানা ৫০ কেজির ব্যবহারযোগ্য বস্তা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন। তার এহেন কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

০৬। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ বিধির (খ) 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৭-০৪-২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং: ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১০৭.২২.৪৫০ এর মাধ্যমে অভিযুক্তকে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ক) অনুযায়ী নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ-সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

০৭। যেহেতু, অভিযুক্তকে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৮। যেহেতু, জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ক) অনুযায়ী "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক "জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি -কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ক) অনুযায়ী ০২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি বর্তমানে গ্রেড-৯ এ ৩০,৯৯০ টাকা মূল বেতন গ্রহণ করেন। দণ্ডের প্রেক্ষিতে তিনি দণ্ডকালীন ১০ম গ্রেডে ৩০,২৬০ টাকা মূল বেতন আহরণ করবেন। উক্ত সময়ে তার বেতন বৃদ্ধি বন্ধ থাকবে এবং তিনি এ সময়ের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

০৯। যেহেতু, জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি উক্ত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, আপিলকারীর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণ অনুপস্থিত ও ভিত্তিহীন এবং যা সরকার কর্তৃক দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সৃষ্ট বিধানের অপব্যবহার। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রাপ্ত তথ্যাদি যথার্থ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং বিভাগীয় মামলায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যা বিধিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং ফলে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠির উপর আরোপিত দণ্ড যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়নি;

১০। সেহেতু, উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠিকে গত ১৩-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ৬৮৪ নং প্রজ্ঞাপনে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের বিষয়ে অভিযুক্ত জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক এর আপিল আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের যৌক্তিক কারণ আছে বলে বিবেচিত হওয়ায় এই আপিল মামলায় নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলো;

(১) বিভাগীয় মামলায় জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি এর বিরুদ্ধে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখের ১৩.০১. ০০০০.০৩৩.২৭.১০৭.১২.৬৮৪ নং প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বিধিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২১ অনুযায়ী তা বাতিল করা হলো;

(২) তাকে প্রদত্ত দণ্ড বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণের আদেশ (১) নং ক্রমিকের বর্ণনামতে বাতিল হওয়ায় তিনি পূর্বতন বেতন স্কেল দণ্ড কার্যকরের সময় হতে প্রাপ্য হবেন এবং সে হিসেবে দণ্ড কার্যকরের সময় হতে তিনি বকেয়াও প্রাপ্য হবেন;

(৩) জনাব এইচ এম আনোয়ার হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নেছারাবাদ, পিরোজপুর এবং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নলছিটি এলএসডি, ঝালকাঠি এর নিয়ন্ত্রণকারী উপযুক্ত কর্মকর্তা এ আদেশ তামিল করবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বর্তমান বেতন নির্ধারণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মাসুদুল হাসান**
সচিব।

---

**ভূমি মন্ত্রণালয়**
**জরিপ-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ /২৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১৪৩**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ ( ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | খতিয়ান সংখ্যা | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | পীরগঞ্জ | ১৮৩ | ৭১৫ | ৮ | পীরগঞ্জ | রংপুর |
| ০২ | সরদার হাট | ৩৪ | ১৩৩১ | ২ | ডিমলা | নীলফামারী |
| ০৩ | কর্পুরা | ৪ | ১২০৫ | ৪ | উলিপুর | কুড়িগ্রাম |

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৪.২৪.১৪৪**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ ( ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | খতিয়ান নম্বর | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মহিষমারা | ২৪২ | ৩২০২ | ০৯ | মধুপুর | টাঙ্গাইল |

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৪৬**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ ( ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | খতিয়ান সংখ্যা | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ঘুঘরাকাটী | ২৯ | ১০৩৬ | ২ | কয়রা | খুলনা |

**নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৭.২৪.১৪৭**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ ( ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | মোট খতিয়ান সংখ্যা | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | রামপুর | ১৫৩ | ৪৮৪ | ০১ | দিনাজপুর সদর | দিনাজপুর |
| ০২ | অর্জুনপুর | ১৬০ | ১৮৪ | ০১ | দিনাজপুর সদর | দিনাজপুর |

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | মোট খতিয়ান সংখ্যা | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৩ | জালালপুর | ১৮৪ | ১৫১ | ০১ | দিনাজপুর সদর | দিনাজপুর |
| ০৪ | রাঙ্গামাটিয়া | ৩৭ | ২৪০ | ০১ | হাকিম পুর | দিনাজপুর |
| ০৫ | ভাটরা | ৫০ | ৩৪১ | ০১ | হাকিম পুর | দিনাজপুর |
| ০৬ | নওদাপাড়া | ১১ | ৩৪৫ | ০১ | হাকিম পুর | দিনাজপুর |
| ০৭ | গড়ুরগ্রাম | ০৬ | ৪০১ | ০১ | বিরল | দিনাজপুর |
| ০৮ | এনায়েত পুর | ১৮৬ | ১৯৪ | ০১ | বিরল | দিনাজপুর |
| ০৯ | হর গোবিন্দপুর | ২১৩ | ১৫৭ | ০১ | বিরল | দিনাজপুর |
| ১০ | জোতবাজ | ১৮৫ | ১৪৫ | ০১ | বীরগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১১ | খামার মধুবনপুর | ১৭৯ | ১০৮ | ০১ | বীরগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১২ | নোহাইল | ১১৫ | ১৫৫ | ০১ | বীরগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১৩ | কৈকুড়ী | ১২৯ | ৩৮৯ | ০১ | বীরগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১৪ | গড়পাড়া | ৬১ | ২৫৪ | ০১ | বীরগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১৫ | ছাতইল | ১৪৩ | ৯০৩ | ০২ | বোচাগঞ্জ | দিনাজপুর |
| ১৬ | বামনাহার | ১৪৭ | ২৫৫ | ০১ | বিরামপুর | দিনাজপুর |
| ১৭ | রাজখন্ডা | ২৫ | ৩৬৪ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ১৮ | পশ্চিম নারায়ণপুর | ৪২ | ১৯৫ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ১৯ | গঙ্গাপ্রসাদ | ৫৪ | ৫৮৭ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ২০ | দাদুল | ১১৫ | ১৭১ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ২১ | ঝাজিরা | ১২০ | ২৬৩ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ২২ | খড়মপুর | ১৬০ | ৩৫৯ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ২৩ | চক বলিভদ্রপুর | ১৬৯ | ২৬৭ | ০১ | ফুলবাড়ী | দিনাজপুর |
| ২৪ | বাগপুর | ২৬ | ১৯০ | ০১ | ঠাকুরগাঁও সদর | ঠাকুরগাঁও |
| ২৫ | গোপালপুর | ৭২ | ১১৫ | ০১ | ঠাকুরগাঁও সদর | ঠাকুরগাঁও |
| ২৬ | পুর্ব্ব আরাজী চন্ডীপুর | ৯০ | ১৭৮ | ০১ | ঠাকুরগাঁও সদর | ঠাকুরগাঁও |
| ২৭ | মহাম্মদপুর | ৯০ | ১৩৯ | ০১ | পীরগঞ্জ | ঠাকুরগাঁও |
| ২৮ | বিষ্ণুপুর | ১১৩ | ৩৫৮ | ০১ | পীরগঞ্জ | ঠাকুরগাঁও |

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১৪৮**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ ( ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | মৌজার নাম | জে. এল. নম্বর | খতিয়ান সংখ্যা | শিট সংখ্যা | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | অনন্তরাম | ১১৫ | ৪৭৭৭ | ৫ | পীরগাছা | রংপুর |
| ০২ | জুয়ান | ১৩৬ | ৮২৪ | ২ | পীরগাছা | রংপুর |
| ০৩ | পুটিমারী | ১২ | ৩২৬৪ | ৪ | কিশোরগঞ্জ | নীলফামারী |
| ০৪ | নিতাই | ১৬ | ২৮২৬ | ৪ | কিশোরগঞ্জ | নীলফামারী |
| ০৫ | কিশোরগঞ্জ | ৩১ | ৮১০ | ১১ | কিশোরগঞ্জ | নীলফামারী |
| ০৬ | খোগাখড়িবাড়ী | ১৭ | ২৫৫৮ | ৩ | ডিমলা | নীলফামারী |
| ০৭ | উত্তর ঝুনাগাছ চাপানী | ৪৮ | ১২৬৬ | ৪ | ডিমলা | নীলফামারী |
| ০৮ | ধামশ্রেণী | ৮১ | ২৫৮৫ | ২ | উলিপুর | কুড়িগ্রাম |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সাবভীনা মনীর চিঠি**
যুগ্মসচিব।

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন অনুবিভাগ-২**
**প্রশাসন অধিশাখা-১**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ /২৮ জুলাই ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৩.২২-৫২**—যেহেতু, জনাব লিটন মল্লিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগ, খাগড়াছড়ি এর বিরুদ্ধে গঠিত The Negotiable Instruments Act 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, খুলনা কর্তৃক ১০ (দশ) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ চেকে উল্লিখিত টাকার সমপরিমাণ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

০২। সেহেতু, জনাব লিটন মল্লিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগ, খাগড়াছড়ি-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৯(২) অনুযায়ী যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, খুলনা কর্তৃক আদেশ প্রদানের তারিখ ০৪-০৩-২০২৫ হতে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

০৩। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ নজরুল ইসলাম**
সচিব।

---

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ**
**ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩২ /২৪ জুলাই ২০২৫

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০০২.২১-১৪৯**—অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের জাতীয় তালিকা [National List of Essential Medicines] প্রণয়ন এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে টাস্কফোর্স গঠন করা হলো।

**সভাপতি**

০১. অধ্যাপক শাহিনুল আলম, উপাচার্য, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

**সদস্যবৃন্দ**

০২. অধ্যাপক সোহেল মাহমুদ আরাফাত, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
০৩. অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ, অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪. অধ্যাপক জাকির আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৫. ডা. শারমিন আব্বাসী, সহযোগী অধ্যাপক, অবসটেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজী বিভাগ, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিক্যাল কলেজ
০৬. ডা. শফিউল আলম চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
০৭. ডা. শর্মিলা হুদা, সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজী এন্ড থেরাপিউটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ
০৮. ডা. ফারজানা রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, কমিউনিটি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সস্টিটিউট
০৯. ডা. আসমা সিদ্দিকা, সহযোগী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপী বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সস্টিটিউট ও হাসপাতাল
১০. ড. আহমেদ এহসানুর রহমান, সাইন্টিস্ট, আইসিডিডিআরবি
১১. ডা. মহিউদ্দিন আল হেলাল, সিনিয়র সহকারী সচিব ( বিশ্ব স্বাস্থ্য -২ শাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)
১৩. ইউনিসেফ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)
১৪. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)
১৫. মহাপরিচালক (ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

১৬. মহাপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর) এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

১৭. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট) এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, (অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

**সদস্য-সচিব**

১৮. জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন খান, যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

**কার্যপরিধি:**

(ক) দেশের রোগের ধরণ, প্রকৃতি ও প্রবণতার উপর নির্ভর করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এতদসংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে কার্যকারিতা, নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করা;

(খ) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ ধরণের ঔষধের মূল্য যৌক্তিকভাবে নিরূপণ ও নির্ধারণের জন্য Regulated Mark-up Pricing অথবা Cost-Plus Pricing এর মতো স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহের বিভিন্ন ফরমুলেশনের জন্য সহজে প্রয়োগযোগ্য বিশদ কর্মপদ্ধতি বা ফর্মূলা প্রণয়ন করা;

(গ) অন্যান্য ঔষধের মূল্য নিরূপণ ও নির্ধারণের জন্য Reference Pricing (External and Internal) অথবা অন্য কোনো স্বীকৃত ও প্রচলিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জনগণের সামর্থ্য বিবেচনা করে এবং ঔষধ শিল্পের জন্যে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত মুনাফার সুযোগ রেখে এক বা একাধিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নির্বাচন ও সেগুলোর কার্যকরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে বিশদ কর্মপদ্ধতি বা ফর্মূলা প্রনয়ণ করা; এবং

(ঘ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি কো-অপ্ট করতে পারবে।

**সময়সীমা:** টাস্কফোর্স আগামী ২০ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. এর মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২/২৯ জুলাই, ২০২৫

**নং ০৩.০০.০০০০.০০০.০৭৩.৯৯.০০০.২৫-৯১**—স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে প্রণীত Smooth Transition Strategy (STS) বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো:

**সভাপতি**

১. প্রধান উপদেষ্টা

**সদস্যবৃন্দ**

২. উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩. উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৪. উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫. উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয়

৬. উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয়

৭. উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৮. উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৯. উপদেষ্টা, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১০. প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত (উপদেষ্টা পদমর্যাদা)

১১. বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা), অর্থ মন্ত্রণালয়

১২. নির্বাহী চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১৩. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব

১৪. সভাপতি, এফবিসিসিআই

১৫. সভাপতি, বিজিএমইএ

১৬. সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

১৭. সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (BAPI)

**সদস্য সচিব**

১৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২। **সহায়ক কর্মকর্তাবৃন্দ:**

১. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৫. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৬. সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

৭. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৮. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১০. সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

১১. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা এবং অংশীজনদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি'র কার্যক্রম/সুপাশি/সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করে কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(গ) স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে প্রণীত Smooth Transition Strategy (STS) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৪। কমিটি প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার সভার আয়োজন করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি বা ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মাহবুবুর রহমান**
পরিচালক-৬ (প্রতিকল্প)।

---

**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**
**শৃঙ্খলা-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০১.২৫-৮২**—যেহেতু, জনাব মোঃ সগীর হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৯৮৪), উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাদারীপুর হিসেবে কর্মকালে জনাব মোহাম্মদ মামুন শিবলী (১৭১৬০), সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, মাদারীপুর এর ১৯-০৬-২০১৮ হতে ০৪-১০-২০১৮ খ্রি: সময়ের গোপনীয় অনুবেদন লিখনের ক্ষেত্রে গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণ, অনুস্বাক্ষরসহ লিখন, প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনমালা, ২০১২' যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। তিনি এসিআর লিখনের ক্ষেত্রে গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণ, অনুস্বাক্ষরসহ লিখন, প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনমালা, ২০১২' যথাযথভাবে অনুসরণ না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন না করে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এসিআর লিখনের ব্যর্থতা 'গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণ, অনুস্বাক্ষরসহ লিখন, প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনমালা, ২০১২' এর ১.৭.২ অনুচ্ছেদ এবং 'গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২০' এর ২.৬.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬-০২-২০২৫ তারিখের ৩৭ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্তকর্তা জনাব মো: সগীর হোসেন ২৭-০২-২০২৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মো: সগীর হোসেন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: সগীর হোসেন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সগীর হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৯৮৪), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাদারীপুর বর্তমানে উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৫১.২৪-৮৪**—যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯), যুগ্মসচিব (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ও প্রাক্তন যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯০০৪.২৪-৭১০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (বিএসডিবি) এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে নিয়োগের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়; এ পরিপ্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগের ০১-০৯-২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০১৯.০১.০০৩.১৮.৮০১ নম্বর অফিস আদেশে তাঁকে ০১-০৯-২০২৪ তারিখে অবমুক্ত করা হলে তিনি ০২-০৯-২০২৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন;

০২। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯)-এর বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর আদেশ প্রত্যাহার/বাতিলের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ১৭-০৯-২০২৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়; কিন্তু বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর থেকে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণের তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ০৩-০৯-২০২৪ হতে ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না; অতঃপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণায়ের ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.১২.১৮৯.২৪-১০০৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে যুগ্মসচিব হিসেবে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলেও অদ্যাবধি তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেননি অর্থাৎ তিনি ০৩-০৯-২০২৪ থেকে অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(চ) অনুসারে 'পদায়ন' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

০৩। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯) আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের আদেশ/নির্দেশ অবজ্ঞা করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) এর (ই) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ; বিগত ০৭-০৯-২০২৪ তারিখে তিনিসহ ২২৩ জনের বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ছাত্র জনাব রমিজ উদ্দিন আহমেদ (২১) এর পিতা জনাব এ.কে.এম. রকিবুল আহমেদ তাঁর ছেলে-কে হত্যার দায়ে তেজগাঁও থানায় দন্ডবিধির ১৪৩/৩০২/২০১/৩৪ ধারায় ০২ নং ফৌজদারি মামলা রুজু করেছেন;

০৪। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯) জুলাই-আগস্ট বিপ্লবকালীন ও পরবর্তী সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব ফেসবুক একাউন্ট থেকে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য ও পোস্ট প্রদান করছেন যাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্যান্য সিনিয়র/জুনিয়র/সতীর্থ কর্মকর্তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ও নাশকতা সংঘটিত হতে পারে মর্মে আশংকা করা হচ্ছে এবং তাঁর বক্তব্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ অনুযায়ী পরিহারযোগ্য বিষয়াদির আওতাভুক্ত;

০৫। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯) সরকারি আদেশ অমান্য করে বিনা অনুমতিতে অফিসে অনুপস্থিত থাকায়ও তাঁর বিরুদ্ধে ০৭-০৯-২০২৪ তারিখে দণ্ডবিধির ১৪৩/৩০২/২০১/৩৪ ধারায় তেজগাঁও থানায় ০২ নং ফৌজদারি মামলা রুজু হওয়ায় এবং তাঁর নিজস্ব ফেসবুক একাউন্ট থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য ও পোস্ট প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), (গ) ও (ঙ) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে যথাক্রমে 'অসদাচরণ, 'পলায়ন' ও 'নাশকতা' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ২০-০২-২০২৫ তারিখের ৪১ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

০৬। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯)-এর স্থায়ী ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা (বর্তমান ঠিকানা) ও ই-মেইল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অভিযুক্ত কর্তকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৫(২) এবং ৭(৩) মোতাবেক একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; তদন্ত বোর্ড কর্তৃক ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পদায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; কিন্তু 'নাশকতা'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাকে কেন 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হবেনা এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

০৭। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯)-এর নিকট দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা ও শৃঙ্খলা-১ শাখার সরকারি ই-মেইল [disl@mopa.gov.bd] হতে গত ০৮-০৭-২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত ই-মেইল [djoybd@gmail.com] এ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি বিধায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস-কে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

০৮। যেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

০৯। সেহেতু, জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১৫০৮৯), যুগ্মসচিব (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ও প্রাক্তন যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০৩-০৯-২০২৪ তারিখ থেকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

১০। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০৩.২২-৮৫**—যেহেতু, সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৪৯৯), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আবেদনের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কিংবা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে যাচাই না করে সরাসরি এস এস ম্যানুয়াল ১৯৩৫ এর ৫৩৪ নং বিধি মতে ০২/২০২০ নং বিবিধ মামলা রুজু করেন এবং ২০-১০-২০২০ খ্রি. তারিখে কোন প্রকার প্রতিবেদন ব্যতীত আবেদনটি মঞ্জুর করে উহা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (রেকর্ডরুম) এর নিকট প্রেরণ না করে সরাসরি মুদ্রণ শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মুদ্রিত খতিয়ান সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন; এস এস ম্যানুয়াল ১৯৩৫ এর ৫৩৪ নং বিধি মতে শুধুমাত্র করণিক ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকার পরও তিনি বিধি বিধানের কোন তোয়াক্কা না করে উক্ত দাগের রেকর্ডীয় মালিকদের কোন প্রকার শুনানি গ্রহণ না করে ০২/২০২০ নং বিবিধ মামলায় মালিকানা সংক্রান্ত রেকর্ড সংশোধনের আদেশ প্রদান করেছেন; এক্ষেত্রে তিনি কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ২১/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ১৩-১০-২০২২ তারিখের ৮৮ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক আহম্মদ ৩০-১০-২০২২ তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ৩০-১১-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ধার্য করা হয়; ব্যক্তিগত শুনানিতে তাঁর দাখিলকৃত জবাব ও প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্তকারী কর্মকর্তা ১০-১০-২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-১১-২০২৩ তারিখের ৬৪ নম্বর স্মারকে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক আহম্মদ ০৭-১২-২০২৩ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন; জবাবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এবং তদন্তে প্রমাণিত অভিযোগের বিপরীতে কোন সন্তোষজনক বক্তব্য প্রদান করতে সক্ষম হয়নি; দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি অনুযায়ী **'বাধ্যতামূলক অবসর'** নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত নিম্নরূপ:

"উক্ত প্রস্তাবের সাথে প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্যাদি কমিশন সমীপে উপস্থাপন করা হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, 'The Code of Civil Procedure, 1908' এর 5 ধারা অনুযায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার Quasi-Judicial কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং তার কার্যক্রম Quasi-Judicial হিসেবে আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। Quasi-Judicial কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'The Judicial Officers' Protection Act, 1850' এর বিধান দ্বারা অভিযুক্ত সৈয়দ ফারুক আহম্মদ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নকে বারিত করা হয়েছে। একইসাথে 'The State Acquisition and Tenancy Act, 1950' এর ৭৭ ধারা মোতাবেক সেটেলমেন্ট অফিসারকে তার কার্যাদি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যায় না। কাজেই 'The Code of Civil Procedure, 1850' এবং 'The Judicial Officers' Protection Act, 1950' অনুযায়ী সৈয়দ ফারুক আহম্মদ-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল প্রকার কার্যক্রম বেআইনী ও অবৈধ। অভিযুক্ত কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি নম্বর ১৫৪৯৯), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট ও বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপ বেআইনী ও আইন বহির্ভূত মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে কমিশন দ্বিমত পোষণ করে পরামর্শ প্রদান করেছে।"

০৫। সেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামতের আলোকে সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৪৯৯), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট ও বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. মো: মোখলেস উর রহমান**
সিনিয়র সচিব।

---

**অর্থ মন্ত্রণালয়**
**অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ**
**ফাবা-১ শাখা**
**পরিপত্র**

তারিখ: ১২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জন্য পূরণীয় শর্তাদি।**

**নং ০৯.০০.০০০০.০০০.২০৩.১৪.০০৩২.২৫.১১৭**—বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন, সময় বিচারে অর্থমান (Time Value of Money) নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত ব্যয় পরিহারের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে:

(ক) পরিকল্পনা কমিশনের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন;

(খ) প্রকল্প পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ;

(গ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা তার অধীন সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন;

(ঘ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল;

(ঙ) পণ্য/পূর্ত/সেবা কাজের ব্যয় প্রাক্কলন এবং দরপত্র দলিল (Bidding Documents)-এর খসড়া প্রস্তুতকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্য/পূর্ত/সেবা কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে কন্ট্রাক্ট অ্যাওয়ার্ড (Contract Award) প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন;

(চ) উন্নয়ন সহযোগী এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিতব্য সাবসিডিয়ারি ঋণচুক্তি (Subsidiary Loan Agreement-SLA)-এর শর্তসমূহের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ; এবং

(ছ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিষেবা স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট ও সময়াবদ্ধ সমঝোতা সম্পন্ন।

২। বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীন সংস্থাসমূহ পিডিপিপি প্রণয়ন পর্যায় থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৩। এ পরিপত্রের শর্তাদি প্রক্রিয়াধীন এবং পাইপলাইনভুক্ত সকল পর্যায়ের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

**সৈয়দ আশরাফুজ্জামান**
যুগ্মসচিব।

---

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
## বিপ্র-৮ শাখা (এনসিএসটি সেল)

### প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.০৩৫.৯৯.০০০১.২৪.২১৩**—দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই ও অনুদান প্রদানের সুপারিশের জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

| ক্র. নং | |
|---|---|
| | **সভাপতি** |
| ১ | অনুবিভাগ প্রধান (বিপ্র অনুবিভাগ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
| | **সদস্যবৃন্দ** |
| ২ | যুগ্মসচিব (বিপ্র-২ অধিশাখা), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
| ৩ | অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি |
| ৪ | বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের মনোনীত প্রতিনিধি |
| ৫ | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের মনোনীত প্রতিনিধি |
| | **সদস্য-সচিব** |
| ৬ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সংশ্লিষ্ট শাখা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |

কমিটির কার্যপরিধি: কমিটি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই ও অনুদান প্রদানের সুপারিশ প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ রবিউল ইসলাম**
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

---

## বিপ্র-০৭ শাখা

### প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২/৩১ জুলাই, ২০২৫

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮০**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-১" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

| ক্রমিক নং | **আহবায়ক** |
|---|---|
| ১ | অধ্যাপক ড. মোঃ মোখলেছুর রহমান, কৃষি রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। |
| | **সদস্যবৃন্দ** |
| ২ | প্রফেসর ড. কাজী আহসান হাবীব, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। |
| ৩ | প্রফেসর ড. আবু সাদেক মো. সেলিম, এনিম্যাল সায়েন্স এন্ড নিউট্রিশন বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা গাজীপুর। |
| ৪ | অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। |
| | **সদস্য-সচিব** |
| ৫ | জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা। |

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮১**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-২" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

| ক্রমিক নং | **আহবায়ক** |
|---|---|
| ১ | অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান প্রামানিক, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, কৃষি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। |

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক, কৃষিতত্ত্ব ও হাওর কৃষি বিভাগ, কৃষি অনুষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

৩ অধ্যাপক ড. মোঃ রেজওয়ানুল হক, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

৪ ড. শাহ মোঃ মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব কাজী মহুয়া মমতাজ, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপঃ

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮২**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-৩" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলোঃ

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুব আলম, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

**সদস্যবৃন্দ**

২ ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

৩ প্রফেসর ড. মো. মাইন উদ্দীন মিঞা, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৪ জনাব আবু তারেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পিএসও, আইএফএসটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপঃ

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮৩**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "ভৌতবিজ্ঞান কমিটি-১" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলোঃ

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক ড. মো. নুরুল আমিন, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসরুর আলী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ড. মো. কবির উদ্দিন সিকদার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৪ জনাব সরকার কামরুজ্জামান, সিএসও এবং পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইএনএআরএস, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব কে. এম. ইয়াসির আরাফাত, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮৪**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **"ভৌতবিজ্ঞান কমিটি-২"** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. আশিকুর রহমান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. শিরীন আক্তার জাহান, পিএসও, আইজিসিআরটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮৫**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান কমিটি-১" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক হুমায়রা আখতার, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ডা. মো: মনিরুজ্জামান খান, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. মোঃ হোসেন সোহরাব, সিএসও এবং পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পিএন্ডডি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮৬**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান কমিটি-২" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ড. এম এ শাকুর, চেয়ারম্যান, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।

৩ অধ্যাপক ওয়াহিদা হক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. মোঃ নূরুল হুদা ভূঁইয়া, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, আইএফএসটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব রবিউল ইসলাম, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**নং ৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৮৭**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **"নবায়ন কমিটি"** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

**আহবায়ক**

১ অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দিন মো. তারিক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২ অধ্যাপক ডা. মো: রেজওয়ানুর রহমান, বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।

৩ প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪ ড. শিরীন আক্তার জাহান, পিএসও, আইজিসিআরটি, বিসিএসআইআর

**সদস্য-সচিব**

৫ জনাব মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ নাজমুল ইসলাম**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৬ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৮০.২১-২৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ রুস্তম আলী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝিনাইদহ-এর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে নিয়োগপত্র প্রেরণের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের (মামলা নং-১১/২০২৩) পূর্বক গত ১৫-১০-২০২৩ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শুনানিকালে সন্তোষজনক বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হন; এবং

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, SEIP প্রকল্পের ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স ট্রেডের পূর্বের গেস্ট ট্রেইনার গত ২৫-১০-২০২১ তারিখে চাকরি হতে অব্যাহতি নেওয়ার পর দীর্ঘদিন যাবত উক্ত ট্রেডে প্রশিক্ষক না থাকায় জনাব মোঃ রুস্তম আলী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের স্বার্থে ১৭-১১-২০২১ তারিখে উক্ত ট্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অনুমোদিত ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট নিয়োগ কমিটি থাকলেও সেখানে SEIP প্রকল্পের ও অপর সংস্থার কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। তদুপরি, লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী জনাব মোঃ ফয়সাল আলমকে নিয়োগপত্র না দিয়ে ২য় স্থান অধিকারী জনাব খাইরুল বাসারকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে এলাকার প্রভাবশালীরা তাঁর উপর মানসিক চাপ এবং সম্মানহানীকর ভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে, জনাব মোঃ রুস্তম আলী বাধ্য হয়ে ১ম স্থান অধিকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করেন মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ রুস্তম আলী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝিনাইদহ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যা অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ রুস্তম আলী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝিনাইদহ-এর জবাবের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গত ২৭-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে শুনানীকালে উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাঁকে 'বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' শীর্ষক দণ্ড প্রদান করা হল। নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছরের জন্য তাঁর বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হলো। স্থগিতকৃত বর্ধিত বেতন পরবর্তীতে তিনি বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ রুহুল আমিন**
সচিব।

---

## ভূমি মন্ত্রণালয়
## অধিগ্রহণ-১ শাখা
### এল এ কেস নং-৬৮(২)/১৯৭০-৭১
### ঘ-ফরম
### [সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-০৭-১৯৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-লালচাঁদপুর, জেএল নং-২২, উপজেলা-গংগাচড়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৭৭ | ২৫৫১ | ০.০২ |
| ৭৭ | ২৫৫২ | ০.১০ |
| ৯১৪ | ২৫৫৪ | ০.০৪ |
| ৯১৪ | ২৫৫৫ | ০.২৪ |
| ২৩২ | ২৫৫৬ | ০.৮০ |
| ৬১৩ | ২৫৫৭ | ০.১০ |
| ৭১৬ | ২৫৭১ | ০.৭০ |
| ৭০৩ | ২৫৭৯ | ০.২৩ |
| ৪৯৮ | ২৫৮০ | ০.১৩ |
| ৪৯৮ | ২৫৮২ | ০.০৭ |
| ৪৯৮ | ২৫৮৩ | ০.০৬ |
| ৪৯৮ | ২৫৮৪ | ০.০৮ |
| ৭৯১ | ২৫৮৬ | ০.১৮ |
| | সর্বমোট= | ২.৭৫ একর |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

### এল এ কেস নং-১৮/১৯৭৭-৭৮
### ঘ-ফরম
### [সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৮-১৯৭৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-কার্তিক, জেএল নং-৭৬, উপজেলা-রংপুর সদর, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| - | ১৬৯ | ০.০১ |
| - | ১৭০ | ০.০১ |
| - | ১৭৮ | ০.০৪ |
| - | ১৭৯ | ০.০৫ |
| - | ১৮০ | ০.০৬ |
| - | ২০১ | ০.০৭ |
| ০৯ | ২০২ | ০.০৩ |
| ১৮৮ | ২০৩ | ০.১৭ |
| ১৩১ | ২০৪ | ০.২৬ |
| ১৭৮ | ২০৫ | ০.০৪ |
| ১৭৮ | ২০৬ | ০.০৪ |
| ১৭৮ | ২০৭ | ০.০৫ |
| ১৭৮ | ২০৮ | ০.০৯ |
| ১৮৮ | ২১০ | ০.০৮ |
| ১৮৮ | ২১১ | ০.১৬ |
| ২২৪ | ২১২ | ০.৩৮ |
| ৫৫৮ | ২১৩/৮০৫ | ০.১৫ |
| ২২৪ | ২১৩ | ০.১৯ |
| ৫৫ | ২৪৮ | ০.০১ |
| ৬১ | ২৪৯ | ০.০৮ |
| ৬১ | ২৫০ | ০.০৪ |
| ৬১ | ২৫১ | ০.০৬ |
| ৬১ | ২৫২ | ০.২৯ |
| ১৮০ | ২৫৩ | ০.০৮ |
| ১৮০ | ২৫৪ | ০.০৪ |
| ১৮০ | ২৫৫ | ০.০২ |
| ৬১ | ২৫৭ | ০.০৬ |
| ৬১ | ২৫৮ | ০.০৭ |
| ৬১ | ২৫৯ | ০.০৮ |
| ৬১ | ২৬০ | ০.০৮ |
| ৪৫ | ২৬৫ | ০.১৩ |
| ৪৫ | ২৬৬ | ০.০২ |
| ৩৪৯/৩৫১ | ২৮৯ | ০.০৫ |
| ৩৪৮ | ২৯০ | ০.৪৮ |
| ২৯১ | ২৯১ | ০.১২ |
| ৩৫১/৩৪৯ | ২৯২ | ০.০৪ |
| ৩৪৮ | ২৯৩ | ০.৪১ |
| ৩৪৭ | ২৯৪ | ০.১৭ |
| ৩৪৬ | ২৯৬ | ০.০২ |
| ৫৫ | ৩০০ | ০.১০ |
| ৫৫ | ৩০০/৮১০ | ০.১৩ |
| ২৬ | ৩৯১ | ০.১৫ |
| ১২৬ | ৪০৯ | ০.২৮ |
| ৩৬ | ৪১০ | ০.০৩ |
| ২২৮ | ৪১১ | ০.২২ |
| ১৬৩ | ৪১২ | ০.১৬ |
| ২১৫ | ৪১৩ | ০.২৯ |
| ১৬৩ | ৪২৪ | ০.২৬ |
| ১৬৫ | ৪২৮ | ০.২৬ |
| ২২৯ | ৪২৯ | ০.২৪ |
| ২১৬ | ৪৩০ | ০.১৫ |
| ৭৯ | ৪৩২ | ০.৩১ |
| ১৯৪ | ৪৩৫ | ০.১০ |
| ৭৯ | ৪৩৬ | ০.০৮ |
| ১৬৩ | ৪৩৯ | ০.০১ |
| ৭৯ | ৪৪০ | ০.২৬ |
| ৭৬ | ৪৪১ | ০.৫০ |
| ১৭০ | ৪৫১ | ০.০১ |
| ১৭১ | ৪৫২ | ০.০৫ |
| ১২৮ | ৪৫৩ | ০.৪০ |
| ২৭৯ | ৫৮৯ | ০.১৪ |
|  | মোট= | ৮.৩৬ একর |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-০৮/৬১-৬২**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০৬-১৯৬১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-আলমনগর, জেএল নং-৯৬, উপজেলা-রংপুর সদর, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৩২৮১৬ | ৩০৯৬ | ৪.০৮ (আংশিক) |
| | ৩০৯৭ | |
| | ৩০৯৮ | |
| | ৩০৯৯ | |
| | ৩১০১ | |
| | ৩১০২ | |
| | **মোট=** | **৪.০৮ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-৬৬/১৯৭৫-৭৬**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০৫-১৯৮০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-সাবদী, জেএল নং-৫৪, উপজেলা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১১, ১২ | ২ | ০.২০ |
| ১৪০ | ২২ | ১.৭৫ |
| ১১ | ২৪ | ০.১০ |
| ১১ | ২৬ | ০.০৫ |
| ৫৯০ | ৯২০ | ০.০২ |
| ৫৩৫ | ৯৬৭ | ০.০৭ |
| ৫৩৫ | ৯৬৯ | ০.৩০ |
| ৬৫৮ | ৯১৯ | ০.০২ |
| ৫৩৯ | ৯৬৮ | ০.০৪ |
| ৩৬১ | ৯৭৭ | ০.০২ |
| ৩৬১ | ৯৭৯ | ০.০২ |
| ২৪৯ | ৯৭৮ | ০.০৯ |
| ২৫০ | ১৯০১ | ০.০৮ |
| ২৫০ | ১৯৭৩ | ০.৮২ |
| ৬৪১ | ১৯৭৪ | ০.০৭ |
| ৬৪১ | ১৯৬৯ | ০.০৫ |
| ৮১০ | ২৫ | ১.২৫ |
| ৮১০ | ৩২ | ০.৫৩ |
| ৩৭, ৮১০, ৩১, ৩২, ৫৭, ৪৩ | ২১ | ৪.৪০ |
| | **মোট=** | **৯.৮৮ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-৬৮(৪)/১৯৭০-৭১**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-১২-১৯৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-মহাদেবপুর, জেএল নং-৭, উপজেলা-রংপুর সদর, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ২১২ | ৩২৫ | ০.২০ |
| ৫৫ | ৩২৭ | ০.০৫ |
| ৫৪ | ৩৩১ | ০.০৬ |
| ১১৫ | ৩৩২ | ০.১৯ |

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৭৭ | ৩৪৫ | ০.০৭ |
| ৭৭ | ৩৪৬ | ০.০৭ |
| ১১৫ | ৩৪৭ | ০.০৫ |
| ১১৫ | ৩৪৮ | ০.০৬ |
| ১১৫ | ৩৪৯ | ০.০৪ |
| ৩ | ৩৫০ | ০.১২ |
| ২১২ | ৮২২ | ০.০৯ |
| | **সর্বমোট** | **১.০০ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-৬৮(১)/১৯৭০-৭১**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-০৭-১৯৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-খলেয়া, জেএল নং-২৮, উপজেলা-গংগাচড়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৭০৮ | ৫৮ | ০.০৫ |
| ৭০৮ | ৬২ | ০.২৩ |
| ৫০৬ | ৬৬ | ০.০২ |
| ৫০৬ | ১১০ | ০.০৩ |
| ৫৪৪ | ১১১ | ০.০১ |
| ৫৪৪ | ১১২ | ০.০২ |
| ৫৮৯ | ১১৪ | ০.০২ |
| ৫৮৯ | ১২১ | ০.০৩ |
| ৬২৮ | ১২৩ | ০.০৭ |
| ৬২৮ | ১২৪ | ০.১১ |
| ৭৭০ | ১৫০ | ০.৩৭ |
| ৪৯৭ | ১৫২ | ০.১০ |
| ৪৯৭ | ১৫৬ | ০.০৩ |
| ৪৯৭ | ১৫৭ | ০.০৫ |
| ৭২৮ | ১৫৮ | ০.০৩ |
| ৭২৮ | ১৬০ | ০.০১ |
| ৪৬৪ | ১৮৯ | ০.০৬ |
| ৪৬৪ | ১৯০ | ০.০৪ |
| ৪৬৪ | ১৯১ | ০.০৫ |
| ৪৬৪ | ১৯২ | ০.১৬ |
| ৪৬৪ | ১৯৩ | ০.০৩ |
| ৭২৮ | ১৯৪ | ০.১৩ |
| ৭২৮ | ১৯৭ | ০.০৪ |
| ৭২৮ | ১৯৮ | ০.০৫ |
| ৪৬৪ | ২০৩ | ০.০৬ |
| ৫০২ | ২০৪ | ০.১২ |
| ৫০৩ | ২১২ | ০.০৩ |
| ৫৯২ | ২১৩ | ০.০২ |
| ৫৯২ | ২১৪ | ০.০২ |
| ৭২৮ | ২১৫ | ০.০১ |
| ৬২৮ | ১২৫ | ০.০২ |
| ৬২৮ | ১২৬ | ০.০২ |
| | **সর্বমোট** | **২.০৪ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-১৩০/১৯৭৯-৮০**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-১২-১৯৮০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-ভেন্ডাবাড়ী, জেএল নং-৬৬, উপজেলা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ২/৪৩ | ৪৫১ | ১.০০ একর |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-৬৮(৩)/১৯৭০-৭১**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-১২-১৯৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-গোকুলপুর, জেএল নং-৮, উপজেলা-রংপুর সদর, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ২৯৭ | ১১ | ০.৩০ |
| ৪৩ | ১৯ | ০.২০ |
| ৪৩ | ২০ | ০.০৪ |
| ৪৩ | ২১ | ০.০৮ |
| ৬৫ | ২৩ | ০.১৪ |
| ৪২৩ | ৬১ | ০.০৪ |
| ৪২৩ | ৬২ | ০.০৪ |
| ৩৮২ | ৬৩ | ০.০৮ |
| ৪৪৪ | ৭৮ | ০.০৭ |
| ৪৫১ | ৭৯ | ০.১৭ |
| ৪৪৬ | ৮০ | ০.২৯ |
| ৪৫১ | ৮৫ | ০.৩৩ |
| ১৪৬ | ৮৬ | ০.১০ |
| ২২৩ | ৮৭ | ০.২১ |
| ২২৩ | ৮৯ | ০.৩৮ |
| ৪৩৯ | ৯৬ | ০.৩০ |
| ৯৮ | ৯৮ | ০.১৬ |
| ২৩৭ | ৯৯ | ০.১১ |
| ২৭২ | ১০০ | ০.১২ |
| ২৫৯ | ১৯৩ | ০.১০ |
| ২৫৯ | ১৯৪ | ০.০৫ |
| ২৫৯ | ১৯৫ | ০.০৫ |
| ৪৯ | ১৯৭ | ০.১০ |
| ৪৯ | ১৯৮ | ০.০১ |
| ৪৯ | ১৯৯ | ০.১৮ |
| ৪১ | ২০১ | ০.২২ |
| ৪৪৭ | ২০৪ | ০.১৫ |
| ৪৯ | ২১৩ | ০.১৫ |
| ১১৮ | ২১৫ | ০.১৫ |
| ২৯৯ | ২২০ | ০.১০ |
| ৩০৪ | ২২৩ | ০.০১ |
| ২৯৫ | ২২৪ | ০.০১ |
| ২৯৫ | ২২৫ | ০.০১ |
| ৩৬৬ | ৫১৬ | ০.০৭ |
| ৩৬৬ | ৫১৭ | ০.০৪ |
| ৩৬৬ | ৫১৮ | ০.০৯ |
| ৯০ | ৫১৯ | ০.০৬ |
| ৯০ | ৫২০ | ০.০৩ |
| ৯০ | ৫২১ | ০.০৬ |
| ৯০ | ৫২২ | ০.০৯ |
| ৯০ | ৫২৪ | ০.০৭ |
| ৯৫ | ৫২৫ | ০.০৭ |
| ৯৫ | ৫২৬ | ০.০৭ |
| ৩০১ | ৫২৭ | ০.১৬ |
| ২৫৭ | ৫২৮ | ০.২২ |
| ২৫৮ | ৫২৯ | ০.২৪ |
| ২৪৬ | ৫৫৪ | ০.১০ |
| ২৪৬ | ৫৫৫ | ০.০৭ |
| ৩৬৮ | ৫৫৮ | ০.০২ |
| ৩৬৮ | ৫৫৯ | ০.০১ |
| | **সর্বমোট** | **৫.৯২ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

**এল এ কেস নং-৩৭/১৯৬০-৬১**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-০২-১৯৬১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-ইকরচালী, জেএল নং-৫০, উপজেলা-তারাগঞ্জ, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১৯৭, ১৯৮ | ১২ | ০.২০ |
| ১৯৮ | ১৩ | ০.৪৩ |
| ১৯৮ | ১৫ | ০.১৪ |
| ২৮৬ | ১৬ | ০.৮১ |
| ২৮৬ | ১৭ | ০.২৩ |
| ২৮৬ | ৩৮৮ | ০.২৩ |
| ২৫৪ | ৩৮৯ | ০.১২ |
| ২৫৪ | ৩৮৭ | ০.০৪৫ |
| ২৫৪ | ৭৩৬ | ০.০২ |
| ২৫৪ | ৩৯৭ | ০.০৭৫ |
| ২৫৪ | ৩৯০ | ০.১৯৫ |
| ১৯৯ | ৩৯৬ | ০.১৩ |
| ২০২ | ৩৯১ | ০.০২ |
| ২০২ | ৩৯২ | ০.১৩ |
| ২০২ | ৩৯৩ | ০.০৬ |
| ২০২ | ৩৯৪ | ০.৩৬ |
| ২০১ | ৩৯৫ | ০.৮৫ |
| ২০১ | ৪০৫ | ০.০৫ |
| ২০১ | ৪০৮ | ০.২৩ |
| ১০৩ | ৪০৯ | ০.১৬ |
| ৫৭৮ | ৪১০ | ০.১৭ |
| ৩৪৯ | ৪১৩ | ০.০৭ |
| ৫৭৮ | ৩৭৬ | ০.২৫ |
| ১০৩ | ৩৭৯ | ০.১৫ |
| ৮৯৭ | ৩৮০ | ০.০১৫ |
| ২৮৬ | ৭৩০ | ০.০৮ |
| ১০৩ | ৭২৯ | ০.০৪ |
| ২০২ | ৩৮১ | ০.০৬ |
| ২৫৪ | ৩৮২ | ০.৩৩ |
| ৭৮৫ | ৩৮৫ | ০.২০ |
| | **মোট** | **৫.৮৫ একর** |

মৌজা-ঘনিরামপুর, জেএল নং-৪৫, উপজেলা-তারাগঞ্জ, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৬৭ | ২৩০৭ | ০.০২ |
| ১৩২ | ২৩০৯ | ০.৫২ |
| ১৩২ | ২৮০৩ | ০.৪ |
| ২৮২ | ২৮০৫ | ০.২৬ |
| ২৮২ | ২৮০৬ | ০.২৮ |
| ২৮২ | ২৮০৭ | ০.২৫ |
| | **মোট** | **১.৩৭ একর** |

| ক্রম | মৌজার নাম | মোট জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ০১ | ইকরচালী | ৫.৮৫ |
| ০২ | ঘনিরামপুর | ১.৩৭ |
| | **সর্বমোট** | **৭.২২ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

---

**এল এ কেস নং-৩০/১৯৬৯-৭০**

**ঘ-ফরম**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]**

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২১ জুলাই ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৯২**—যেহেতু নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৭-১৯৭১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

**তফশিল**

মৌজা-খোর্দ্দভূত ছড়া, জেএল নং-৪৪, উপজেলা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১৮ | ১২৯ | ০.৯৪ |
| ১০০ | ১৩০ | ০.১৬ |
| ৭৯ | ১৩৩ | ০.০২ |
| ৭৯ | ১৪০ | ০.০৩ |
| ১০১ | ১৪১ | ০.১৪ |
| ১৫৪ | ১৪৩ | ০.২৮ |
| ১৫৮ | ১৬২ | ০.৭৫ |
| ৬৬ | ১৬৩ | ০.০৩ |
| ১৩২ | ১৪৫ | ০.০৫ |
| ৮৩ | ১৬১ | ০.০৫ |
| ১৩২ | ১৪৬ | ০.০৬ |
| | **মোট** | **২.৫১ একর** |

মৌজা-সাবদী, জেএল নং-৪৫, উপজেলা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ২৬০ | ২৬৯৮ | ০.৪০ |
| ৩০৩ | ২৬৯৭ | ০.২৪ |
| ৩০৭ | ২৬৯৬ | ০.৬০ |
| | **মোট** | **১.২৪ একর** |

মৌজা-ভূত ছড়া, জেএল নং-৪৩, উপজেলা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ৫২ | ২৫০৭ | ০.১২ |
| ৩৭৭ | ২৫১২ | ১.০০ |
| ২০২ | ২৫১১ | ০.০২ |
| ২০৩ | ২৫১৩ | ০.০৬ |
| ১৪৮ | ২৫১৫ | ০.১০ |
| ৩২৬ | ২৫১৬ | ০.৭০ |
| ১৫১ | ২৫৪৯ | ০.১৪ |
| ৩৮ | ২৫৪৮ | ০.০৪ |
| ৩৮ | ২৫৩০ | ০.৩০ |
| ৩৮ | ২৫২৯ | ০.১৪ |
| ৩৬৬ | ২৫২৮ | ০.২৯ |
| ১৫১ | ২৫২০ | ০.০৯ |
| ৩৮ | ২৫২৫ | ০.৩০ |
| ৩৬৬ | ২৫২৪ | ০.০২ |
| ১১৬ | ২৫২৬ | ০.১৭ |
| ১১৭ | ২৫২৭ | ০.১৪ |
| ৩৬৮ | ২৭১০ | ০.০৬ |
| ২৪১ | ২৭১৩ | ০.০৪ |
| ১৬৯ | ২৭২০ | ০.০৬ |
| ৩৯ | ২৭২১ | ০.০৭ |
| ৮৯ | ২৭২৩ | ০.১২ |
| ৮৭ | ২৭২৪ | ০.১২ |
| ৩৮ | ২৭১১ | ০.১৯ |
| ৩৮ | ২৭১২ | ০.০৮ |
| ৩৪৬ | ২২৮৩ | ০.১২ |
| ৩৪৭ | ২২০৫ | ০.০২ |
| ৩৪৬ | ২২৮২ | ০.১৭ |
| ২৪২ | ২২০৬ | ০.২০ |
| ১৬৩ | ২২০৭ | ০.১৮ |
| ২২৬ | ২২৮০ | ০.২৭ |
| ২২৬ | ২২৭৯ | ০.২০ |
| ১৬৩ | ২২১৮ | ০.০৩ |
| ১৪১ | ২২১৯ | ০.০৯ |
| ৩৭০ | ২২১৭ | ০.০২ |
| ১৬৮ | ২২২২ | ০.০৯ |
| ১৬৭ | ২২২১ | ০.২৩ |
| ১৩৭ | ২২২০ | ০.২৩ |
| ১৩৭ | ২২২৩ | ০.১৪ |
| ১৪০ | ২২২৪ | ০.৫১ |
| ১৬৮ | ২২২৫ | ০.৪০ |
| ১৫৭ | ২২২৬ | ০.০২ |
| ৩৭৩ | ২২২৭ | ০.০২ |
| ১৮৪ | ৪০০ | ০.০৯ |
| ১৮৪ | ৪০১ | ০.০১ |
| ২৪৩ | ৩৯৯ | ০.০৩ |
| ১৮৩ | ৩৯৮ | ০.০৩ |
| ২৫৩ | ৪০২ | ০.৩৪ |
| ৩৭২ | ৩৯৭ | ০.৮২ |
| ১১৬ | ৩৯৬ | ০.০২ |
| ৩৭৬ | ৪০৪ | ০.২৬ |
| ২৪৫ | ৪০৩ | ০.২৬ |
| ১৬৬ | ৩৮৪ | ০.০৬ |
| ১৮৩ | ৪১২ | ০.০২ |
| ১৩২ | ৪১৫ | ০.২৬ |
| ১৮১ | ৪১৪ | ০.৬৩ |
| ৪১ | ৪১৬ | ০.২৬ |
| ৩৯ | ৪১৭ | ০.১২ |
| ১৬০ | ২২৩৯ | ০.০১ |
| ১৬০ | ৪৩৬ | ০.০৪ |
| ১৬০ | ৪৩৫ | ০.০৭ |

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১৬০ | ৪৩৪ | ০.১৮ |
| ৫৭ | ৪৩২ | ০.৩২ |
| ৩৭১ | ৪৩০ | ০.০৫ |
| ৫৮ | ৪৩১ | ০.২০ |
| ৪৩২ | ৪৩৩ | ০.৩৭ |
| ৩৫১ | ৪৩৯ | ০.০১ |
| ৩৫১ | ৪৪৮ | ০.১০ |
| ৩৫৩ | ৫০২ | ০.০৪ |
| ৪১৪ | ৪৫০ | ০.৪০ |
| ৪১৫ | ৪৪৭ | ০.০৮ |
| ৩৫৩ | ৪২৮ | ০.১৪ |
| ৪১৫ | ৪৫১ | ০.৩১ |
| ৪১২ | ৪৫৪ | ০.০২ |
| ৪১২ | ৪৫৩ | ০.৫৪ |
| ৪১২ | ৪৫২ | ০.২৬ |
| ৩৪৩ | ৪৪৯ | ০.০৫ |
| | **সর্বমোট** | **১৩.৭৫ একর** |

মৌজা-হলদিবাড়ী, জেএল নং-৪৭, উপজেলা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১৯ | ২৪৬ | ০.১৭ |
| ৫ | ২৪৫ | ০.১৮ |
| ৭, ৯, ১০ | ২৪৮ | ০.২৭ |
| ২২ | ২৪৯ | ০.৩৪ |
| ২০ | ২৫১ | ০.১৪ |
| ৪ | ২৪৪ | ০.২৭ |
| ৪ | ২৪৩ | ০.০২ |
| ৭৮ | ২৬৩ | ০.২২ |
| ৩ | ২৫৩ | ০.০২ |
| | **মোট** | **১.৬৩ একর** |

| ক্রম | মৌজার নাম | মোট জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ০১ | খোর্দ্দভূত ছড়া | ২.৫১ |
| ০২ | সাবদী | ১.২৪ |
| ০৩ | ভূত ছড়া | ১৩.৭৫ |
| ০৪ | হলদিবাড়ী | ১.৬৩ |
| | **সর্বমোট** | **১৯.১৩ একর** |

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**
**ডি-১২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২/২৮ জুলাই ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.১২০.২৭.০২৮.২৪.২৫০**—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সাকিব মাহমুদ আনসারী (ব্যক্তিগত নম্বর: ৮০২০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়;

যেহেতু, Civilian Employees in Defence Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1961 এর ৯(২)(এ) অনুসারে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করে জিই (আর্মি) কুমিল্লা এবং জিই (আর্মি) জালালাবাদ এ কর্মরত অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা তলবপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর সিএমইএস (আর্মি), ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন যা সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে;

যেহেতু, সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মুহাম্মদ সাকিব মাহমুদ আনসারী (ব্যক্তিগত নম্বর: ৮০২০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম এর বিরুদ্ধে জিই (আর্মি) জালালাবাদ থাকাকালীন নিজ অফিস কক্ষে ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে দাপ্তরিক কথোপকথনের এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত নং ৮০৬৭৮ উপসহকারী প্রকৌশলী বি/আর (পি) মোঃ আরাফাত রহমানকে গলা চেপে ধরেন মর্মে অভিযোগটি প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সাকিব মাহমুদ আনসারী, নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস-কে Civilian Employees in Defence Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1961 এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সাকিব মাহমুদ আনসারী, নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উত্থাপিত বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত Civilian Employees in Defence Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1961 এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সাকিব মাহমুদ আনসারী (ব্যক্তিগত নম্বর: ৮০২০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর বিরুদ্ধে Civilian Employees in Defence Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1961 এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আশরাফ উদ্দিন**
সচিব।

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**কর্মসংস্থান শাখা-০১**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৪৩.১১.০০১.২৪-৬৩৩**—নিরাপদ, সুশৃংখল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

**উপজেলা অভিবাসন সমন্বয় কমিটি/Upazila Migration Co-ordination Committee (UMCC):**

| ক্রমিক | কর্মকর্তার পরিচিতি | পদ |
|---|---|---|
| ১ | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান | উপদেষ্টা |
| ২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সভাপতি |
| ৩ | অফিসার-ইন-চার্জ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা | সদস্য |
| ৪ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৫ | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার | সদস্য |
| ৬ | উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৭ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৮ | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৯ | অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা টিটিসি/আইএমটি | সদস্য |
| ১০ | স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১১ | জেলা/উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসার | সদস্য |
| ১২ | ব্যবস্থাপক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা | সদস্য |
| ১৩ | মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৪ | চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) | সদস্য |
| ১৫ | প্রতিনিধি, অভিবাসন ফোরাম বা অভিবাসন সংশ্লিষ্ট NGO সংশ্লিষ্ট উপজেলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৬ | ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৭ | প্রিন্টমিডিয়ার প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৮ | সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO), সংশ্লিষ্ট জেলা | সদস্য-সচিব |

২। **কর্মপরিধি:**

ক. অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন অংশীজন এবং উপকারভোগীদের তথ্য প্রাপ্তিতে স্থানীয় সমন্বয়কারী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা;

খ. উপজেলা পর্যায়ে অভিবাসন প্রত্যাশীদের সাথে রিক্রুটিং এজেন্সির মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করা;

গ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালন;

ঘ. অভিবাসী কর্মী প্রতারিত হলে প্রতিকার পেতে সহায়তা প্রদান এবং বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মী পুনঃএকত্রিকরণে (reintegration) সহায়তা প্রদান;

ঙ. অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মীদেরকে মধ্যস্বত্ত্বভোগী/দালালদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণ;

চ. অভিবাসী কর্মী বা বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়তা প্রদান;

ছ. অভিবাসী কর্মীকে সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানে সক্ষম না হলে তাকে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে রেফারেল পয়েন্ট (Referral Point) হিসেবে কাজ করা;

জ. অভিবাসন সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন;

ঝ. এ কমিটির সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভার মতামতসহ সুপারিশমালা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

ঞ. কমিটির সুপারিশসমূহ স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যকে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ;

ট. কমপক্ষে প্রতি ০৩ (তিন) মাসে ০১ (এক) বার সভার আয়োজন করা;

ঠ. কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল**
উপসচিব।

**ভূমি মন্ত্রণালয়**
**অধিগ্রহণ-১ শাখা**
**ভূমি অধিগ্রহণ মামলা নং-৫৯(এ)/১৯৭৬-১৯৭৭**
**ফরম-ঘ**
**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের ৫(৭) ধারা অনুযায়ী]**

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২/১৩ আগস্ট ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৮.২১৬**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ অনুকূলে গত ১৯-০৬-১৯৮১ খ্রি. তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

**তফসিল**

মৌজা-মঠবাড়ী, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে. এল নং-৪১৬

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৯৬ | পূর্ণ | নদী | ০.০৯ | ০.০৯ | |
| ০২ | ৯৯ | পূর্ণ | নদী | ০.০৪ | ০.০৪ | |
| ০৩ | ৯৯ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৪ | ০.১৪ | |
| ০৪ | ৯৯ | পূর্ণ | টেক | ০.২১ | ০.২১ | |
| ০৫ | ৯৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৫৭ | ০.৫৭ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৩৭ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.২০ |
| ০৬ | ৯৬ | পূর্ণ | নদী | ০.১৭ | ০.১৭ | |
| ০৭ | ৫৩ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.৩১ | ০.৩১ | |
| ০৮ | ৫৩ | পূর্ণ | নাল | ০.০৭ | ০.০৭ | |
| ৩১ | ১০ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৩ | ০.১৩ | |
| ৩৩ | ৮৮ | অংশ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৮৫ | ০.৪২ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.১৪ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.২৮ |
| ৩৬ | ৫৭ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৭ | ০.১৭ | |
| ৩৭ | ৬৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.০৮ | ০.০৮ | |
| ৩৮ | ৬৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৩৭ | ০.৩৭ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৩২ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.০৫ |
| ৩৯ | ৫৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও নাল | ০.৭৪ | ০.৭৪ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৬৬ ও নাল ০.০৮ |
| ৪০ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১০ | ০.১০ | |
| ৪১ | ৯৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও নাল এবং টেক | ১.৮৪ | ১.৮৪ | বাড়ী/ভিটি/চালা ১.২২ ও নাল ০.১২ এবং টেক ০.৫০ |
| ৪২ | ১০০ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২০ | ০.২০ | |
| ৪৩ | ১০৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১২ | ০.১২ | |
| ৪৪ | ৭৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৭ | ০.১৭ | |
| ৪৫ | ৮৪ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২৩ | ০.২৩ | |
| ৪৬ | ৬১ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৯৭ | ০.৯৭ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৮২ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.১২ |
| ৪৭ | ৮৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৬ | ০.১৬ | |
| ৪৮ | ৭০ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.২২ | ০.২২ | |
| ৪৯ | ৯৩ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৬ | ০.১৬ | |
| ৫১ | ৮১ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও টেক | ০.৯৪ | ০.৯৪ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৫৮ ও টেক ০.৩৬ |

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫২ | ৫৪ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.১২ | ০.১২ | |
| ৫৩ | ৫৪ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও টেক | ২.১৪ | ২.১৪ | বাড়ী/ভিটি/চালা ১.৮৪ ও টেক ০.৩০ |
| ৫৪ | ৯২ | পূর্ণ | নাল | ২.০৭ | ২.০৭ | |
| ৫৫ | ৭৩ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.৩০ | ০.৩০ | |
| ৫৬ | ৭৯ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.৩০ | ০.৩০ | |
| ৫৭ | ৮৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২৯ | ০.২৯ | |
| ৫৮ | ১০৪ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৪৩ | ০.৪৩ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.২১ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.২২ |
| ৫৯ | ৭১, ৯০ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও নাল এবং খাদ/গর্ত/ডোবা | ৫.৮৩ | ৫.৮৩ | বাড়ী/ভিটি/চালা ৩.৯০ ও নাল ১.১০ এবং খাদ/গর্ত/ডোবা ০.৮৩ |
| ৬০ | ৫৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ১.৭৯ | ১.৭৯ | |
| ৬১ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১৬ | ০.১৬ | |
| ৬২ | ১৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.৩৬ | ০.৩৬ | |
| ৬৩ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.২১ | ০.২১ | |
| ৪০/১৩৬ | ১০২ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২৭ | ০.২৭ | |
| ৪২/১৩৭ | ১০৬ | পূর্ণ | টেক | ০.২৯ | ০.২৯ | |
| ৫৩/১৩৯ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১০ | ০.১০ | |
| ৫৪/১৪০ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৬ | ০.০৬ | |
| ৪৩/১৪৬ | ৯৭ | পূর্ণ | নাল | ০.১২ | ০.১২ | |
| | | | | মোট= | ২৩.৪৬ একর | |

মৌজা-বলরামপুর, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে. এল নং-৪১৪

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৭ | ০.০৭ | |
| ০২ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৫ | ০.০৫ | |
| ০৩ | ০৩ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৯ | ০.১৯ | |
| ০৪ | ০২ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.৪০ | ০.৪০ | |
| ০৫ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৬ | ০.০৬ | |
| ০৬ | ০৪ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.১৭ | ০.১৭ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.০৯ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.০৮ |
| ০৭ | ০৮ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২৪ | ০.২৪ | |
| ০৮ | ০৭ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.১৬ | ০.১৬ | |
| ০৯ | ০৬ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.০৮ | ০.০৮ | |
| ১০ | ০৫ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ১.৩৬ | ১.৩৬ | বাড়ী/ভিটি/চালা ০.৯০ ও খাদ/গর্ত/ডোবা ০.৪৬ |
| ১১ | ০৯ | পূর্ণ | বাড়ী/ভিটি/চালা | ০.২২ | ০.২২ | |
| ১২ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১২ | ০.১২ | |
| ৮/১৩ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৪ | ০.০৪ | |
| ১০/১৪ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১২ | ০.১২ | |
| | | | | মোট= | ৩.২৪ একর | |

সর্বমোট=মঠবাড়ী+বলরামপুর= (২৩.৪৬+৩.২৪)=২৬.৭০ একর ভূমি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।

**ভূমি অধিগ্রহণ মামলা নং- ৫৭(বি)/১৯৭৬-১৯৭৭**

**ফরম-ঘ**

**[সম্পত্তি অধিগ্রহণের ৫(৭) ধারা অনুযায়ী]**

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২/১৩ আগস্ট ২০২৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৮.২১৬**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ অনুকূলে গত ১৯-০৬-১৯৮১ খ্রি. তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

**তফসিল**

মৌজা- ইছাপুরা, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে.এল নং- ৪১০

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৩ | ১৪ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.২৪ | ০.২৪ | |
| ৮৪ | ৫৩, ৫৪ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.৮৬ | ০.৮৬ | বাড়ি/ভিটি/চালা ০.৬৪ খাদ/গর্ত/ডোবা ০.২২ |
| ৮৫ | ১৪ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও নাল | ০.২৬ | ০.২৬ | বাড়ি/ভিটি/চালা ০.১৩ নাল ০.১৩ |
| ৮৬ | ১৪ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও নাল | ০.২৩ | ০.২৩ | বাড়ি/ভিটি/চালা ০.১২ নাল ০.১১ |
| ৮৭ | ১২ | পূর্ণ | নাল | ০.৬৬ | ০.৬৬ | |
| ৮৮ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১৫ | ০.১৫ | |
| ৮৯ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.২২ | ০.২২ | |
| ৯০ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.৩৬ | ০.৩৬ | |
| ৯১ | ০৫, ০৬ | পূর্ণ | নাল | ০.৬৬ | ০.৬৬ | |
| ৯২ | ০৫, ০৬ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও টেক | ০.৮২ | ০.৮২ | বাড়ি/ভিটি/চালা ০.২২ ও টেক ০.৬০ |
| ৯৩ | ০৫, ০৬ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ১.৮৬ | ১.৮৬ | |
| ৯৪ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.৩২ | ০.৩২ | |
| ৯৫ | ০৭ | পূর্ণ | নাল | ০.৪৩ | ০.৪৩ | |
| ৯৬ | ৩০ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.৪৪ | ০.৪৪ | |
| ৯৭ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.২৭ | ০.২৭ | |
| ৯৮ | ০৭ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও টেক এবং খাদ/গর্ত/ডোবা | ৫.৪৪ | ৫.৪৪ | বাড়ি/ভিটি/চালা ২.৭২ ও টেক ১.৭৬ এবং খাদ/গর্ত/ডোবা ০.৯৬ |
| ৯৯ | ৫৯ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.০৫ | ০.০৫ | |
| ১০০ | ৪৫ | অংশ | নাল | ০.৪১ | ০.০১ | |
| ১০১ | ৬১ | অংশ | নাল | ০.৪৩ | ০.১১ | |
| ১০৩ | ০৭ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.১৯ | ০.১৯ | |
| ১০৪ | ৩৫ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.২০ | ০.২০ | |
| ১০৫ | ০৭ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | - | ০.১২ | |
| ৯৮/১৫১ | - | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.০৭ | ০.০৭ | |
| | | | | মোট = | ১৩.৯৭ একর | |

মৌজা- ভিটি আদমপুর, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে.এল নং- ৪১৩

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৬ | ৪৪ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.৫৭ | ০.৫৭ | |
| ৪৭ | ৪৪ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.০৯ | ০.০৯ | |
| ৪৮ | ৫২ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.২৮ | ০.২৮ | |
| ৪৯ | ৪৪ | পূর্ণ | টেক | ০.৩৬ | ০.৩৬ | |
| ৭৫ | ৩১ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.১০ | ০.১০ | |
| ৭৬ | ১৯ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.১৬ | ০.১৬ | |
| ৭৭ | ৩১ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.০৯ | ০.০৯ | |
| ৭৮ | ৪৮ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.২৮ | ০.২৮ | |
| ৭৯ | ১৯ | পূর্ণ | খাদ/গর্ত/ডোবা | ০.১২ | ০.১২ | |
| ৮০ | ৪৭ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.০৯ | ০.০৯ | |
| ৮১ | ৪০, ৪১ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ০.২৯ | ০.২৯ | |
| | | | | মোট = | **২.৪৩ একর** | |

মৌজা- কানাই নগর, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে.এল নং- ৪০৬

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ | পূর্ণ | নদী | ০.৩৬ | ০.৩৬ | |
| ২ | ৫ | অংশ | বাড়ি/ভিটি/চালা | ২.১৪ | ১.৬৩ | |
| ৩ | ১ | অংশ | নদী | - | ০.০৫ | |
| ৪ | ২ | পূর্ণ | বাড়ি/ভিটি/চালা ও নাল | ০.৯৫ | ০.৯৫ | বাড়ি/ভিটি/চালা ০.৫৫ ও নাল ০.৪৮ |
| ৯ | ৫ | পূর্ণ | টেক | ০.৪৯ | ০.৪৯ | |
| ২/১১ | ৫ | পূর্ণ | নাল | ০.৪৮ | ০.৪৮ | |
| ৮/১২ | ১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৩ | ০.০৩ | |
| | | | | মোট = | **৩.৯৯ একর** | |

মৌজা- খর্দ্দ চৌদ্দানা, উপজেলা- সোনারগাঁ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, জে.এল নং- ৪০৫

| সি. এস দাগ নং | সি. এস খতিয়ান নং | অংশ/পূর্ণ | রেকর্ডীয় শ্রেণি | দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে) | অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | ৭১ | অংশ | নাল | ১.১৮ | ০.৫৪ | |
| ১৯ | ৭৩ | অংশ | নাল | ০.৩২ | ০.২৪ | |
| ২৩ | ৭৩ | পূর্ণ | নাল | ০.৯৮ | ০.৯৮ | |
| ৩৬ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৬ | ০.০৬ | |
| ৩৭ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.১৩ | ০.১৩ | |
| ৩৮ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.০৯ | ০.০৯ | |
| ৩৯ | ০১ | পূর্ণ | নদী | ০.২৫ | ০.২৫ | |
| ৪০ | ৬৪ | পূর্ণ | নাল | ০.৪৯ | ০.৪৯ | |
| ৪১ | ৬৩ | পূর্ণ | নাল | ০.২৯ | ০.২৯ | |
| ৪২ | ৬৫ | পূর্ণ | নাল | ০.১১ | ০.১১ | |
| ৪৩ | ৬১ | পূর্ণ | নাল | ০.১০ | ০.১০ | |
| ৪৪ | ৫৯ | পূর্ণ | নাল | ০.১৫ | ০.১৫ | |
| ৪৫ | ৫৪ | পূর্ণ | নাল | ০.৩৩ | ০.৩৩ | |
| ৪৬ | ৪৯ | পূর্ণ | নাল | ০.৩৭ | ০.৩৭ | |
| ৪৭ | ৬২ | পূর্ণ | নাল | ০.৩১ | ০.৩১ | |
| | | | | মোট = | **৪.৪৪ একর** | |

সর্বমোট = ইছাপুরা+ভিটি আদমপুর+কানাই নগর+খর্দ্দ চৌদ্দানা = (১৩.৯৭+২.৪৩+৩.৯৯+৪.৪৪) = ২৪.৮৩ একর ভূমি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
উপসচিব।